সোনার হাঁস

সুখলতা রাও

সোনার হাঁস
সুখলতা রাও

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২১

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা-১২০৫

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৬০ টাকা

Sonar Has by Shukhalata Rao Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205
Cell: +88 01717217335 Phone: 02-9668736
First Edition: August 2021 Price: 160 Taka RS 160 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-95041-4-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

সোনার হাঁস ৫
দরজী আর তার ছাগল ৮
তিন বন্ধু ১৫
সুন্দরী ২১

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

বোতলের ভূত
বিড়াল-রাণী
ভাল্লুকের বাড়ি
ব্যাঙ রাজা

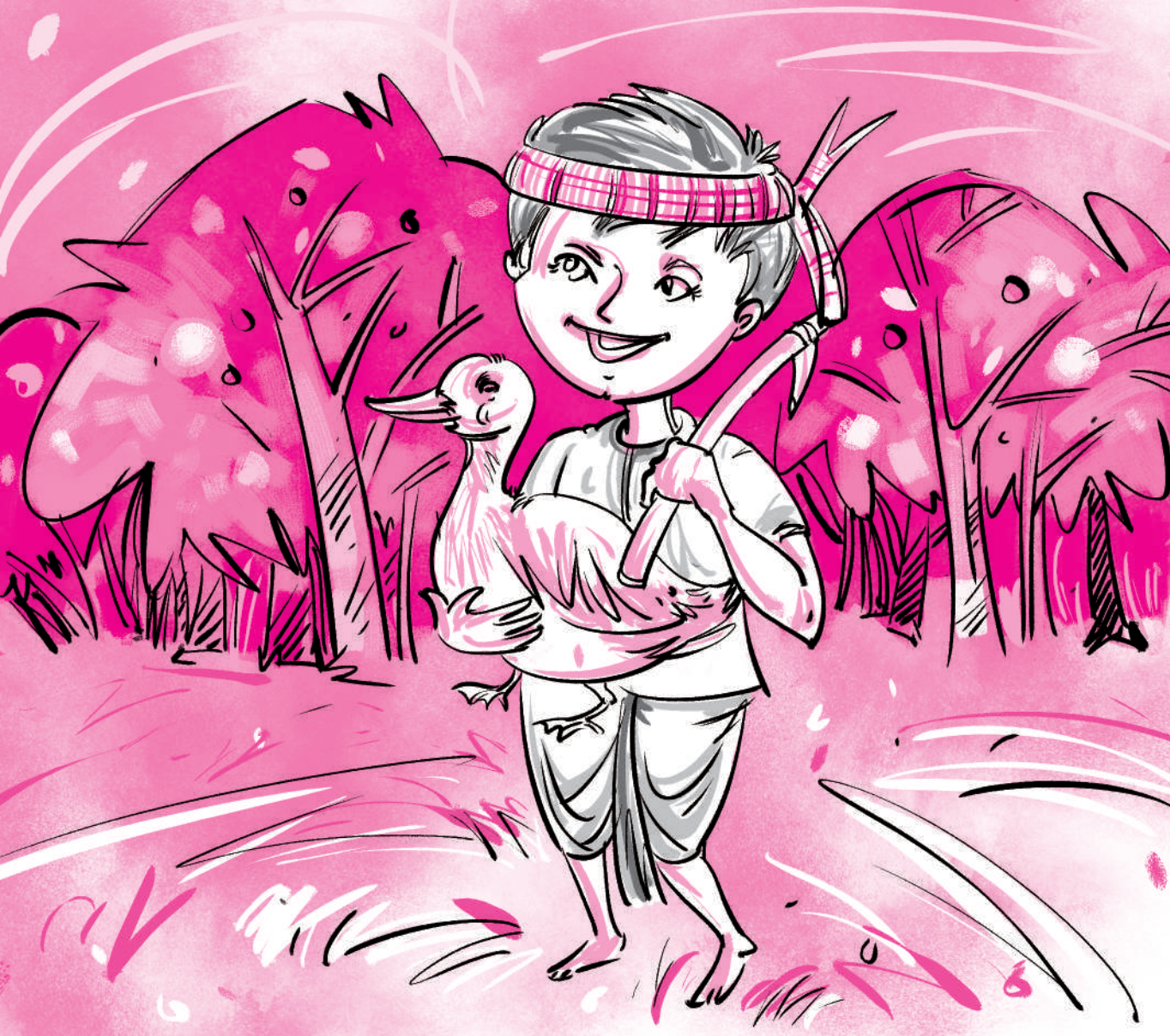

সোনার হাঁস

এক কাঠুরের তিন ছেলে। তাদের মধ্যে ছোট ছেলেটি একটু বোকা, তাই তাকে সকলে হাঁদারাম বলে ডাকে। একদিন কাঠুরে তার বড় ছেলেকে বলল, "আজ আমার অসুখ করেছে, আমি কাঠ কাটতে বনে যেতে পারব না, তুমি যাও।"

তা শুনে কাঠুরের বড় ছেলে কাঠ কাটতে বনে চলল। তার মা তার সঙ্গে রুটি আর দুধ দিয়ে বলে দিল, "বন তো ঢের দূরে, সেখানে গিয়ে তোমার বড্ড খিদে পাবে। তখন এই রুটি আর দুধ খেয়ো।"

বনের ধারে এক বুড়ো বসে ছিল। সে কাঠুরের ছেলেকে দেখে বলল, "আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আমাকে একটু কিছু খেতে দেবে?" বড় ছেলে বলল, "যা আছে তাতে আমার নিজেরই পেট ভরবে না। তোকে কোত্থেকে দেব, পালা!" এই বলে সে কাঠ কাটতে গেল। গিয়ে যেই একটা গাছ কাটতে কুড়ুল উঠিয়েছে অমনি সেই কুড়ুল ফস্কে তার হাতের উপর পড়ে গেল। হাত কেটে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগল। কাজেই কাঠ কাটা আর হলো না।

পরদিন মেজো ছেলে কাঠ কাটতে গেল। তার সঙ্গে তার মা রুটি আর দুধ দিল। সেদিনও সেই বুড়ো বনের ধারে বসে ছিল, আর কাঠুরের ছেলের কাছে খেতে চাইল। তার মেজো ছেলে বলল, "নিজে না খেয়ে তোমাকে খেতে দিই আর কি! বয়ে গেছে!" তারপর সে বনের ভিতর গিয়ে কাঠ কাটবার জন্য যেমনি কুড়ুল উঠিয়েছে, অমনি ধপাস্ করে কুড়ুলটা তার পায়ের উপর পড়ে গেল, কাজেই সেদিন আর সে হেঁটে বাড়ি যেতে পারল না।

তারপর কাঠুরের ছোট ছেলে গেল কাঠ কাটতে। সে বেচারা বোকা বলে তাকে কেউ ভালোবাসে না। তার সঙ্গে তার মা খাবার দিল, খালি বাসি রুটি আর জল। সেদিনও বনের ধারে সেই বুড়ো বসে। হাঁদারামকে দেখে "বড় খিদে পেয়েছে বাবা। কিছু খেতে দেবে?" বলল বুড়ো। হাঁদারাম বলল, "তাই তো, কি করি? আমার কাছে তো কিছু নেই। শুধু বাসি রুটি আর জল আছে, তাতে কি তোমার পেট ভরবে?"

তারা দুজনে মিলে সেই রুটি আর জল ভাগ করে খেল। খেয়েদেয়ে বুড়ো ভারি খুশি হয়ে বলল, "তুমি আজ প্রথমেই যে গাছটা কাটবে, তার নিচে একটা খুব ভালো জিনিস পাবে।" তারপর হাঁদারাম গেল কাঠ কাটতে। গিয়ে সে একটা গাছ কাটতেই গাছের ভিতর থেকে বার হলো সুন্দর একটি সোনার হাঁস।

সমস্ত দিন কাঠ কেটে সন্ধ্যার সময়ে কাঠ আর সেই হাঁসটি নিয়ে হাঁদারাম বাড়ি চলেছে, আর খানিক দূরে যেতেই রাত হয়ে গিয়েছে। তখন সে ভাবল, "রাত্রে আর কোথায় যাব? একটা সরাইয়ে আজ থাকি।" এই ভেবে সে এক সরাইখানাতে গিয়ে উঠল। সরাইওয়ালার দুই মেয়ে। সোনার হাঁস দেখে তাদের ভারি লোভ হয়েছে। দুজনেই মনে করছে, 'ওর একটা পালক নিয়ে খোঁপায় পরব।'

রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়েছে, কেউ জেগে নেই, তখন সরাইওয়ালার বড় মেয়ে পা টিপে টিপে হাঁসের কাছে গেল। হাঁসের কাছে গিয়ে যেই সে তার একটা পালক ধরে আস্তে আস্তে টেনেছে, অমনি সর্বনাশ! পালক তো ছিঁড়ল না, লাভের মধ্যে তার হাতখানা হাঁসের গায়ে আটকে গেল। কিছুতেই সে হাত খুলল না। কাজেই সেখানে বসে থাকতে হলো। খানিক পরে তার বোনও পালক চুরি করতে এসেছে। এসে দেখে তার দিদি হাঁস নিয়ে কি করছে, অমনি সে তার কাছে গিয়ে হাত ধরে বলল, "বাঃ! তুমি একলা নেবে নাকি? আমাকে দাও?" বলে আর সে তার হাত টেনে আনতে পারে না। সে তার দিদির হাতের সঙ্গে একেবারে জুড়ে গিয়েছে। কাজেই সেই রকম হয়ে দু বোনকে সমস্ত রাত সেইখানে থাকতে হলো।

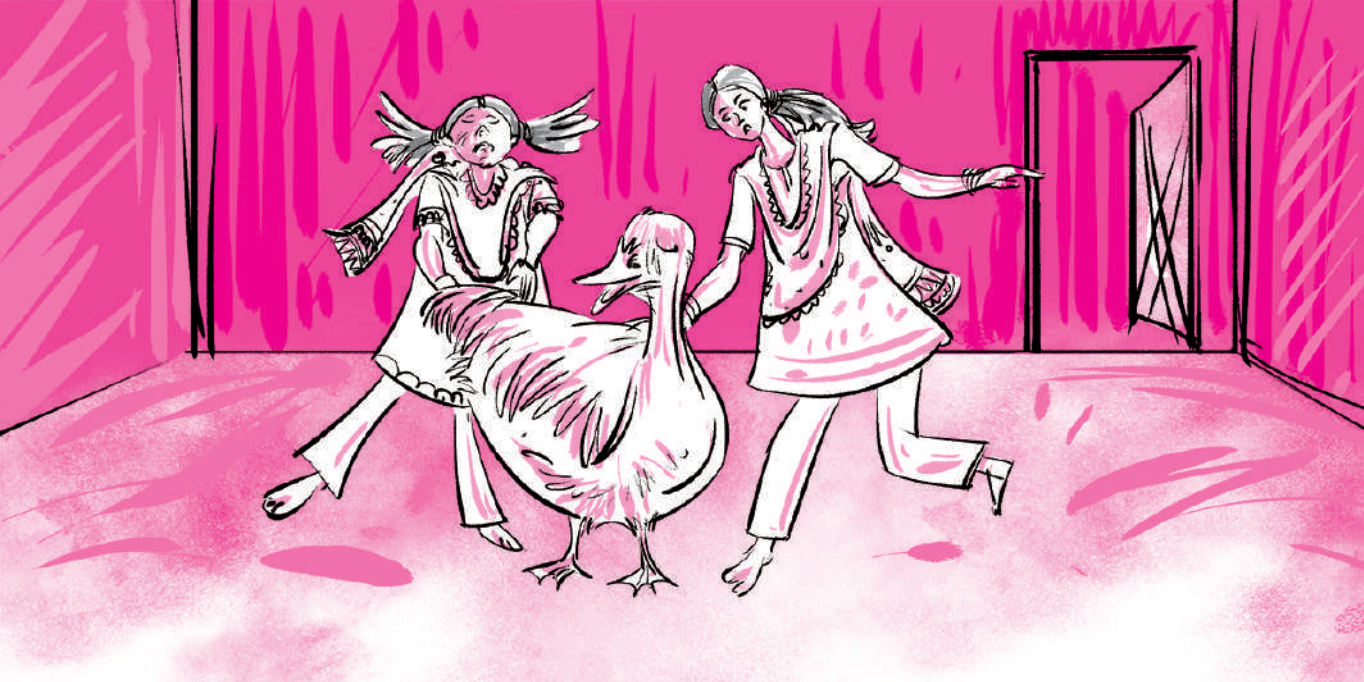

সকালে উঠে হাঁদারাম তার হাঁস নিয়ে বাড়ি চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে সরাইওয়ালার দুই মেয়েও ছেঁচ্‌ড়ে ছেঁচ্‌ড়ে চলেছে। তাই দেখে সরাইওয়ালা ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এলো, "আরে, কোথায় যাচ্ছিস? বুড়ো বুড়ো মেয়েরা এমনি করে চলেছিস, লজ্জা করে না?" বলে যেই তার ছোট মেয়ের হাত ধরেছে, অমনি সেও তাদের সঙ্গে আটকে গেছে। হাঁদারাম কিন্তু সেদিকে চেয়েও দেখে না। সে তার হাঁস নিয়ে, আর হাঁসের সঙ্গে তাদের তিনজনকে নিয়ে, মনের সুখে বাড়ি চলেছে। সেইখান দিয়ে তখন এক গোয়ালা যাচ্ছিল। সে সরাইওয়ালাকে দেখে দৌড়ে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "কোথায় যাচ্ছ? গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছ নাকি? আমারে দুধের দাম দিয়ে গেলে না?" আর দুধের দাম! গোয়ালা তখন হাত নিয়েই ব্যস্ত তার হাত সরাইওয়ালার কাঁধে আটকে হাঁদারামের সঙ্গে চলেছে। গোয়ালার যে গোয়ালিনী ছিল, তার মেজাজ ভারি কড়া। সে ঘরের জানালা দিয়ে দেখল, দুটি লোকের সঙ্গে দুটি মেয়ে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তার গোয়ালাও চলে যাচ্ছে। অমনি সে ঝাঁটা হাতে দৌড়ে বেরিয়ে এলো, কিন্তু কিছু না বলে একেবারে গিয়ে গোয়ালার পিঠে দিয়েছে ঝাঁটা বসিয়ে, আর অমনি গোয়ালার পিঠে ঝাঁটা আর ঝাঁটায় গোয়ালিনীর হাত আটকে গিয়ে সেও হাঁদারামের সঙ্গে চলেছে।

সে দেশের যে রাজা, তাঁর মেয়ে কখনো হাসত না। তাই রাজা ঢোল পিটিয়ে দিয়েছিলেন, যে তাঁর মেয়েকে হাসাতে পারবে সে-ই তাকে বিয়ে করবে।

এই কথা শুনে হাঁদারাম তার হাঁস ঘাড়ে করে আর তার পিছনে সরাইওয়ালার বড় মেয়ে, তার পিছনে সরাইওয়ালার ছোট মেয়ে, তার পিছনে সরাইওয়ালা, তার পিছনে গোয়ালা, তার পিছনে ঝাঁটা হাতে গোয়ালিনীকে নিয়ে একেবারে রাজার সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের সেই চমৎকার তামাশা দেখে সকলে, রাজামশাই নিজে, রাণী আর তাঁর সখীরা সকলে একেবারে মাটিতে লুটোপুটি করে হাসতে লাগলেন। আর সকলের চেয়ে বেশি হাসল রাজার সেই মেয়ে।

দরজী আর তার ছাগল

এক দরজীর তিন ছেলে। তার একটা ছাগলও আছে, আর সেই ছাগলটাকে সে ছেলেদের চেয়েও বেশি ভালোবাসে।

একদিন সে তার বড় ছেলেকে ডেকে বলল, "যাও তো, ছাগলটাকে ঘাস খাইয়ে নিয়ে এসো। দেখো যেন খুব পেট ভরে খেতে পায়।"